Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 29-03-2026 14:11 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৪ চৈত্র ।। ১৪৩২।। রবিবার ২৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা রয়েছে

24/7 EMERGENCY SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট

(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 /8637023374 / 8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 29-03-2026 14:11 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৪ চৈত্র ।। ১৪৩২।। রবিবার ২৯ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

যুদ্ধের জেরে সংকটে শ্রীলঙ্কা, বন্ধুর বিপদে ৩৮০০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল দিল ভারত

চাষের জমিতে লক্ষ্মীলাভ! আস্ত হেলিকপ্টার কিনলেন উত্তরপ্রদেশের কৃষক, বেড়াতে যাবেন থাইল্যান্ড

নরকে স্বাগত, ইরানে পা রাখলে..., আমেরিকাকে হুমকি তেহরানের

‘আবার কি মারার প্ল্যান করছো নাকি?’

ব্যান্ডেজ-কটাক্ষে ‘শাহী’ হুঙ্কার মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ‘আগের বার ভোটের সময় তোমরাই ইচ্ছা করে আমার পায়ে চোট দিয়েছিলে। আবার কি মারার প্ল্যান করছো নাকি?’ অমিত শাহের কটাক্ষের পাল্টা ঠিক এই ভাষাতেই সরাসরি আক্রমণ শানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার পুরুলিয়ার মানবাজারে তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারানি টুডুর সমর্থনে আয়োজিত জনসভা থেকে বিজেপিকে কড়া ভাষায় এক হাত নেন তিনি। শাহের পেশ করা ‘চার্জশিট’ থেকে শুরু করে নিজের চোট; সব ইস্যুতেই এদিন অত্যন্ত মেজাজি মেজাজে ধরা দিলেন তৃণমূল নেত্রী। শাহকে ‘স্বৈরাচারী’ এবং ‘গণতন্ত্র হত্যাকারী’ বলে তোপ দেগে মমতার সরাসরি হুঁশিয়ারি, ‘বাংলা দখলের জন্য তোমরা এত হ্যাংলা কেন?’ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বিঁধে মমতা সাফ বলেন, ‘আমি নাকি ব্যান্ডেজ পরে ঘুরে বেড়াই! ডাক্তারের রিপোর্ট দেখে এসো গিয়ে।’ শাহের উদ্দেশে তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, চার্জশিট তো আদতে বিজেপির বিরুদ্ধেই হওয়া উচিত। আমেরিকা থেকে গুজরাতিদের ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি আক্রমণাত্মক সুরে বলেন, ‘আমেরিকা থেকে গুজরাতিদের কোমরে দড়ি পরিয়ে যখন আনা হয়েছিল, তখন কোথায় ছিলেন?’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কর্মকাণ্ডকে বিঁধে তাঁর সাফ কথা, ‘নেই কাজ তো খই ভাজ!’ পুরুলিয়ার মঞ্চ থেকে জঙ্গলমহলের অতীত আর বর্তমানের এক ভয়াবহ তুলনা টেনে আনেন মমতা। নিজের পুরনো এক গোপন সফরের স্মৃতি উসকে তিনি বলেন, ‘এক বার আমি লুকিয়ে বাইকে করে বেলপাহাড়ি গিয়েছিলাম। দেখি কড়াইতে কালো কী যেন ফুটছে। কী রান্না হচ্ছে? লোকজন বলল, সপ্তাহে দু’দিন

খেতে পাই। বাকি পাঁচ দিন জঙ্গলের কালো পিঁপড়ে খেয়ে থাকি।’ সেই অন্ধকার দিন বদলে এখন জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরেছে বলে দাবি তাঁর। আগে যেখানে বছরে ৪০০ খুন হতো, এখন সেখানে বন্দুকবাজদের দাপট নেই বলেই মনে করিয়ে দেন তিনি। উন্নয়ন আর আগামীর প্রতিশ্রুতির ডালিও সাজিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্প স্থায়ী করার পাশাপাশি সবার কাঁচা বাড়ি পাকা করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি। যুবসাথী প্রকল্পের টাকা নিয়ে তৈরি হওয়া জট কাটাতে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘যারা যুবসাথী পায়নি, তাদেরটা ডুপ্লিকেট হয়ে গিয়েছে। ডেকে ডেকে আবার ঠিক করাতে হবে। চিন্তা করবেন না। এটা কোনও ভিক্ষা নয়।’ ভোটারদের সতর্ক করে তাঁর টিপ্পনী, ‘ভোটের আগে টাকা দিলে নিয়ে নেবেন, ভোট দেবেন না। ওরা বলে এক, করে আর এক।’ নির্বাচনী লড়াইকে কার্যত নিজের লড়াই হিসেবে তুলে ধরে মমতা ঘোষণা করেন, ‘কে প্রার্থী দেখতে হবে না। আমিই প্রার্থী। আমার উপর ভরসা রেখে ভোটটা দেবেন।’ বুথ পাহারা দেওয়ার ডাক দিয়ে মা-বোনেদের বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেন তিনি। বৈরী আবহাওয়া আর ঝড়ের দাপটের মধ্যেই এদিন তিনি আত্মবিশ্বাসী সুরে জানান, সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে তৃণমূলই সরকার গড়বে। সভার শেষে স্থানীয় আদিবাসী গানের তালে পা মিলিয়ে মঞ্চ মাতিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

জ্বালানি সঙ্কটে ঢাল ইথানল, কৃষকদের কুর্নিশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের দামামা আর হরমুজ প্রণালীর উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তুরুপের তাস এখন ইথানল। আমদানিকৃত তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ই-২০’ নীতি যে কতটা কার্যকর, নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মঞ্চ থেকে সেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সাফল্যের কারিগর হিসেবে দেশের আখ চাষিদের কুর্নিশ জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘ইথানল মিশ্রণ না-থাকলে আমাদের অন্য দেশ থেকে সাড়ে চার কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করতে হত।’ বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে ২০২২ সাল থেকে পেট্রলে ইথানল মেশানোর পথে হাঁটছে ভারত। আগে এই মিশ্রণের মাত্রা ১০ শতাংশ থাকলেও বর্তমানে তা বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। ১ এপ্রিল থেকে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল বিক্রি বাধ্যতামূলক হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা ৩০ শতাংশে নিয়ে যেতে চায় কেন্দ্র। গত এক দশকে এই নীতির হাত ধরে ভারতের কোষাগারে প্রায় ১.৩৬ লক্ষ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। হরমুজ প্রণালী কার্যত অবরুদ্ধ হওয়ায় বিশ্বজুড়ে তেল সরবরাহে টান পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মোদী অবশ্য দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, ভারতে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিকে ‘বৈশ্বিক সঙ্কট’ হিসেবে উল্লেখ করে সকলকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘আমি দেশের জনগণের কাছে আবারও আবেদন করছি, আমাদের অবশ্যই শান্ত ও ঐক্যবদ্ধ থেকে ধৈর্য ধরে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে।

তৃণমূলের কার্যালয়ে ক্যারম-বিলাস! বিধি ভঙ্গে তিন জওয়ানকে সাসপেন্ড

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের মুখে বীরভূমে বেনজির কাণ্ড। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বসে আড্ডা আর ক্যারম খেলায় মেতে উঠলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন। কর্তব্যে গাফিলতি ও বিধিভঙ্গের অভিযোগে ওই তিন জওয়ানকে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা হয়েছে। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই নির্বাচনের কোনও প্রক্রিয়ায় আর অংশ নিতে পারবেন না তাঁরা। ঘটনার সূত্রপাত সিউড়িতে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে, তৃণমূলের একটি স্থানীয় কার্যালয়ে বেশ ভিড়। সেখানে ক্যারম বোর্ডের সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে স্থানীয় পাঁচ যুবক। তাঁদের সঙ্গেই রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর উর্দিধারী জওয়ানেরা। একজন জওয়ানকে আয়েশ করে চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায়। অন্য একজন আবার ঘুঁটিতে ‘স্ট্রাইকার’ দিয়ে টোকাও মারছেন। পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সেই খেলা দেখছেন তৃণমূলের স্থানীয় কর্মীরা। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ‘নয়া জামানা পত্রিকা’। রাজ্যে আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ থাকাকালীন নিরাপত্তারক্ষীদের এই ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, শাসকদলের অন্দরে ঢুকে জওয়ানেরা এভাবে সময় কাটালে অবাধ নির্বাচন হওয়া অসম্ভব। বিষয়টি নিয়ে কমিশনের কাছে নালিশও জানায় তারা। এরপরই কমিশন তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্ত তিনজনকে চিহ্নিত করে কড়া পদক্ষেপ নেয়। শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ভোট করানোর লক্ষ্যে এবার বিপুল বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বাংলায়। আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় ২৯৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ফল প্রকাশ ৪ মে। গত কয়েকদিন ধরেই জওয়ানেরা জেলায় জেলায় রুট মার্চ করছেন। ঠিক এই সময়েই বীরভূমের এই ঘটনা বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় বিতর্ক তৈরি করল। এর আগে মুর্শিদাবাদের নিমতিতায় তৃণমূল নেতার ইফতার পার্টিতে যোগ দিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন সাত বিএসএফ জওয়ান। এবার বীরভূমেও একই ছায়া।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 29-03-2026 14:11 Page 3

শ্রীনগরে পারদ নামল মাইনাস ৬ ডিগ্রিতে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বিশেষজ্ঞের মতে, এটি এই মরশুমের সবচেয়ে কম তাপমাত্রা। গোটা জম্মু-কাশ্মীর এখন কাঁপছে ঠান্ডার প্রকোপে। তীব্র শীতে ব্যাহত দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। দিনেরবেলা আবহাওয়া রৌদ্রজ্জ্বল থাকছে। শ্রীনগরে দিনে গড়ে তাপমাত্রা প্রায় ১১ ডিগ্রীর কাছাকাছিই থাকছে। অর্থাৎ সাধারণ তাপমাত্রা থাকছে। কিন্তু সূর্য ডুবলেই তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নামছে। আবার গুলমার্গে তাপমাত্রা মাইনাস ৭ থেকে ৯-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে গত কয়েকদিন ধরে। শহরের বহু জলাশয় জমে গিয়েছে। গাছের পাতা সবুজ থেকে ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছে। বরফের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। এই পাহাড়াঞ্চলে অনেক ধরণের খেলা হয়। যেমন, স্কি করা। তবে এখনও বরফের স্তর উপযুক্ত হয়নি এই জাতীয় বরফ নির্ভর খেলাগুলির জন্য। এখনও বেশ কিছুদিনের অপেক্ষার করতে হবে।

সরকারিভাবে বিভিন্ন পাহাড়ি অঙ্গলে এই সময়ে এই বরফ নির্ভর খেলাগুলি আয়োজন করা হয়ে থাকে। নানা অঞ্চল থেকে মানুষ এই অঞ্চলগুলিতে যান খেলায় অংশ নিতে। বিদেশ থেকেও অনেক খেলোয়াড় আসেন। অনেকক্ষেত্রে শুধু আমোদের জন্য নয়, এই খেলাগুলিকে ঘিরে আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাও। জম্মু ও কাশ্মীরের উপরি অংশে নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। লাদাখও এখন ছেয়ে গিয়েছে বরফে। বিশ্বের দ্বিতীয় শীতল জায়গা দ্রাসে তাপমাত্রা নামতে নামতে মাইনাস ২৪ ডিগ্রিতে গিয়ে ঠেকেছে। দিনে মাইনাস ২১ ডিগ্রি। সাধারণ পর্যটকদের জন্য এই জায়গাগুলি বন্ধ। বহু মানুষ বাইকে করে ঘুরতে যান এই পর্বতাঞ্চলগুলিতে। তবে ভারী তুষারপাতের জন্য এখন এই অঞ্চলগুলিতে ভ্রমণের অনুমতি দিচ্ছে না সরকার। তাছাড়া বহু গ্রামের সঙ্গে লেহ কিংবা শ্রীনগরের মতো বড় শহরগুলির যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। গত বছরেও শীতের প্রকোপ এমনই ছিল। শ্রীনগরে বছরে প্রায় ৪০ দিন টানা প্রচন্ড ঠান্ডা থাকে। জল জমে বরফ হয়ে যায়, অনেক সময়ে পাইপলাইনগুলিও বরফের দাপটে ফেটে যায়। ভারী তুষারপাত হয়ে থাকে। আর স্যাটালাইট চিত্রে তখন লাদাখ-কাশ্মীর পুরো সাদা হয়ে যায়। জনজীবনে প্রচুর সমস্যা দেখা দেয়। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চাষাবাদও বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি জলের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এখানকার এলাকাবাসী সারা বছর ধরে শীতের জন্য সবজি জমান, আনাজ-দানা জমিয়ে রাখেন। বরফ গলিয়ে ব্যবস্থা করে নেন নিজেদের প্রয়োজনীয় জলের।

প্রেমে পড়ে তরুণীর প্যান্টি চুরি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাস্তাঘাটে বেরলেই তার সঙ্গে দেখা। মনে ধরে যায় তরুণীকে। তবে তরুণীর দিক থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই প্রেম প্রস্তাবও দেওয়া হয়নি। মন থেকে তাঁকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। তাই ঝোঁকের বশে ওই তরুণীর প্যান্টি চুরি করলেন যুবক। বুকে নাকি ট্যাটুও করান। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাজ্জব তরুণীর পরিবারের লোকজন। পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগের ভিত্তিতে যুবককে গ্রেপ্তার করেছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ছিমানগঞ্জ মাণ্ডি থানা এলাকায়। বছর পঁচিশের ওই যুবক এবং তরুণী একই এলাকার বাসিন্দা। তরুণীর দাবি, বাড়ির বাইরে অন্যান্য নানা জামাকাপড়ের সঙ্গে অন্তর্বাস শুকোতে দিয়েছিলেন। সব জামাকাপড় থাকলেও প্যান্টি পাওয়া

যাচ্ছিল না। প্রায়শয়ই এমন কাণ্ড ঘটছিল। তাতেই সন্দেহ দানা বাঁধে। 'চোর' খুঁজতে সিসি ক্যামেরা বাড়ির সামনে বসানো হয়। ফুটেজ পরীক্ষা করতে গিয়ে তাজ্জব হয়ে যান তরুণীর পরিবারের লোকজন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, এক যুবক যেখানে জামাকাপড় শুকোচ্ছে সেখানে আসেন। তরুণীর অন্তর্বাস নিয়ে নেন। প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে চলে যান। অন্য কোনও পোশাকে আর হাত দেননি তিনি। সিসিটিভি ফুটেজ থানায় জমা দিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে পুলিশ যুবককে গ্রেপ্তার করে। ছিমাগঞ্জ মাণ্ডি স্টেশন ইনচার্জ গজেন্দ্র পাছাউরি বলেন, তঅন্তর্বাস চুরির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ওই যুবক। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি জানিয়েছেন ওই তরুণীকে ভালোবাসেন। এটা একতরফা প্রেম। বুকে তাঁর নামে ট্য়াটুও করেছেন যুবক। আপাতত শ্রীঘরেই ঠাঁই হয়েছে তার। এলাকার যুবক যে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে, তা ভাবতে পারছেন না কেউ। অনেকেই বলছেন, ওই যুবক সম্ভবত বিকৃতকামে অভ্যস্ত। যদিও যুবক সেকথা মানতে নারাজ। দাবি, তরুণীকে সত্যি তিনি ভালোবাসেন। তাই অন্তর্বাস নিয়ে গিয়েছেন।

এই কৌশলে হালকা হবে মন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ নেতিবাচক চিন্তা আমাদের সকলের জীবনেই আসে। কখনও কাজের চাপ, কখনও ব্যক্তিগত সমস্যা, আবার কখনও খারাপ খবর দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই, যখন এই ভাবনাগুলো বারবার মাথায় ঘুরতে থাকে। এতে মন খারাপ, দুশ্চিন্তা, এমনকি ক্লান্তিও বাড়ে। তবে খুব সহজ কিছু উপায়ে এই নেতিবাচক চিন্তা থেকে মন সরানো যায়।প্রথমত শরীরকে নড়াচড়া করান। আপনি যদি চুপচাপ বসে থাকেন, তাহলে নেতিবাচক চিন্তা আরও বাড়ে। তাই একটু হাঁটা, ঘর গোছানো বা হালকা ব্যায়াম করলে মন অনেকটাই ফ্রেশ লাগে। মনও ভাল থাকে।নিজের পছন্দের কাজ করুন। যেমন গান শোনা, ছবি আঁকা, রান্না করা বা বই পড়া। এই ধরনের কাজ করলে মন অন্যদিকে চলে যায় এবং ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তা কমে। ছোট

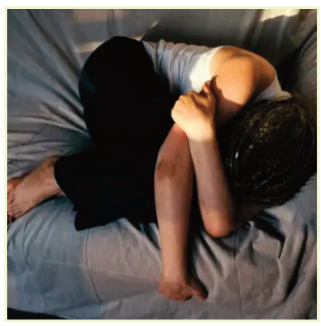

কোনও কাজ শেষ করলেও নিজের ওপর একটা ভাল লাগা তৈরি হয়।মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়া একটু কম ব্যবহার করুন। সারাক্ষণ খবর বা অন্যদের জীবন দেখে তুলনা করলে নিজের মন আরও খারাপ হতে পারে। তাই নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে ব্যবহার করুন, অযথা স্ক্রল করা বন্ধ করুন।কারও সঙ্গে কথা বলুন। বন্ধু, পরিবার বা বিশ্বাসযোগ্য কারও কাছে নিজের মনের কথা বললে অনেকটাই চাপ কমে যায়। অনেক সময় শুধু কেউ মন দিয়ে শুনলেই মন হালকা হয়ে যায়।শ্বাস-প্রশ্বাসে মন দিন। খুব সহজ একটা উপায় রয়েছে। ধীরে ধীরে শ্বাস নিন, তারপর ছাড়ুন। কয়েক মিনিট এভাবে করলে মন শান্ত হয়। বর্তমান মুহূর্তে ফিরে আসে, আর নেতিবাচক চিন্তা ধীরে ধীরে কমে।নেতিবাচক চিন্তা পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি কীভাবে সেটা সামলাবেন, সেটাই আসল। নিয়মিত এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলো করলে মন ধীরে ধীরে শক্ত হয় এবং চাপ সামলানো সহজ হয়ে যায়।অর্থাৎ সমস্যা থেকে পালানো নয়, মাঝে একটু থেমে নিজের মনকে সময় দেওয়া খুব জরুরি। তাহলেই নেতিবাচকতা কমে, আর জীবন অনেকটাই হালকা লাগে।

এই চেনা পাতায় লুকিয়ে বহু রোগের ওষুধ!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাঙালি সংস্কৃতিতে পান খাওয়ার চল বহু পুরনো। অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে পুজোর আচার,পান ছাড়া যেন সবটাই অসম্পূর্ণ। তবে পান কেবল মুখশুদ্ধি হিসেবেই নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অগণিত ওষধি গুণ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, সঠিক নিয়মে পান ব্যবহার করলে সাধারণ অনেক শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

১. হজমশক্তির উন্নতিতে পানের সবচেয়ে বড় গুণ হল এটি হজমপ্রক্রিয়া বাড়ায়। পানের রস লালা গ্রন্থিকে সক্রিয় করে তোলে, যা খাবার ভাঙতে সাহায্য করে। খাওয়ার পর পান চিবিয়ে খেলে অ্যাসিডিটি ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয়। এটি পাকস্থলীর পিএইচ মাত্রা বজায় রাখতেও সাহায্য করে।

২. মাথাব্যথা নিরাময়ে প্রচণ্ড মাথাব্যথা বা মাইগ্রেনের সমস্যায় পান দারুণ কাজ করে। পানের শীতলীকরণ গুণ বা 'কুলিং এফেক্ট' রয়েছে। এক টুকরো টাটকা পান পাতার রস কপালে লাগিয়ে রাখলে বা কপালে আস্ত পাতা দিয়ে রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যথার উপশম হয়।

৩. শ্বাসকষ্ট ও সর্দি-কাশিতে শীতকালে বা ঋতু পরিবর্তনের সময় সর্দি-কাশির সমস্যায় পান পাতা ওষুধের মতো কাজ করে। পান পাতায় সামান্য সর্ষের তেল মাখিয়ে তা হালকা গরম করে বুকের ওপর রাখলে কফ বা সর্দি জমে থাকার সমস্যা কমে। এছাড়া পানের রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে গলার খুসখুসে ভাব দূর হয়।

৪. ক্ষত নিরাময় ও ব্যথানাশক পানের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ রয়েছে। কোথাও কেটে গেলে পানের রস লাগিয়ে দিলে সংক্রমণের ঝুঁকি কমে এবং ক্ষত দ্রুত শুকায়। বাতের ব্যথায় বা পেশির ব্যথায় পান পাতা গরম করে সেঁক দিলে আরাম পাওয়া যায়।

৫. মুখের দুর্গন্ধ ও মাড়ির সুরক্ষায় মুখের ভেতরের ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করতে পান পাতার জুড়ি মেলা ভার। পান চিবিয়ে খেলে দাঁতের মাড়ি শক্ত হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। এটি ক্যাভিটি প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

৬. মানসিক প্রশান্তি অনেকের মতে, পান পাতা চিবিয়ে খেলে মানসিক ক্লান্তি কমে এবং মন চনমনে হয়। এটি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে।পানের অনেক গুণ থাকলেও মনে রাখা জরুরি যে, জর্দা, চুন বা তামাকের সঙ্গে পান খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পানের আসল উপকারিতা পেতে হলে এটি কেবল সুপুরি বা এলাচের মতো প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে খাওয়া উচিত।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 29-03-2026 14:11 Page 4

ডুয়ার্সের ভিজে পথে ছাতা মাথায় প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ রাত থেকেই জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে চলছে হালকা হাওয়া ও বৃষ্টি। তবে সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই ছাতা মাথায় ডুয়ার্সের চা বাগানে ভোট প্রচারে নাগরাকাটা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর।

এদিন কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী বেরিয়ে পড়েন লুকসান চা বাগানে। সেখানে কর্মরত

চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূল প্রার্থী। জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার অনুরোধ

জানান। এদিন তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য কাজ করেছেন। মানুষের কাছে সেই উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরছি, যদিও তাদের কিছু বলার আগেই তারা জানে মুখ্যমন্ত্রী তাদের জন্য কি করেছেন। চা বাগানের মানুষ খুব খুশি, সবাই তৃণমূলের সাথে আছে।

মমতা সরকারের প্রকল্প' তুলে ধরেই প্রচার মহিলাদের

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ এদিন বিকেলে নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরের সমর্থনে এক বড় মহিলা মিছিলের আয়োজন করে জলপাইগুড়ি জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। বিকেল প্রায় চারটায় নাগরাকাটা রেলওয়ে স্টেশন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে প্রায় পাঁচটার মধ্যে শেষ হয়।এই মিছিলে প্রায় হাজারের কাছাকাছি মহিলা অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের হাতে ছিল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রতীক এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-এর প্রতীকী উপস্থাপন। প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরও মিছিলে উপস্থিত থেকে অংশ নেন।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নাগরাকাটা ব্লকের সভাপতি প্রেম ছেত্রী (কাজী পাণ্ডে), মহিলা নেত্রী রাস্থি উরাও, জেলা সাধারণ সম্পাদিকা মৌসুমী ভট্টাচার্য, জেলা মহিলা নেতৃত্ব কেয়া ব্যানার্জি ও সুমিত্রা

মাহালি, পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ফুলেশ্বরী রায় সহ আরও অনেকে।জেলা সাধারণ সম্পাদিকা মৌসুমী ভট্টাচার্য বলেন, মমতা ব্যানার্জির সরকার সবসময় মানুষের পাশে থেকেছে এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিষেবা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। সেই কারণেই এই নির্বাচনে তাঁরা শতভাগ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।তিনি আরও অভিযোগ করেন, নাগরাকাটা বিধানসভায় বিজেপি বিধায়ক গত কয়েক বছরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি এবং মানুষের স্বার্থে তেমন কোনও কাজ করেননি। তবে তৃণমূল কংগ্রেস এই এলাকায় ক্ষমতায় না থাকলেও সরকারি উন্নয়নমূলক কাজে কোনও বাধা আসতে দেয়নি এবং বন্যার সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

সবশেষে তিনি জানান, উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে তিন দিন ধরে এলাকায় থেকে পরিস্থিতি সামলেছেন। তাই নাগরাকাটার মানুষ এবারে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করবেন বলেই তাঁদের বিশ্বাস।

বারঘড়িয়া বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত ৭ দোকান

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ মধ্যরাতের বিধ্বংসী আগুনে ছাই হয়ে গেল ধূপগুড়ি ব্লকের বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেমটিয়া

রেলগেট সংলগ্ন বাজারের সাতটি দোকান। এই ঘটনায় সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে যথারীতি দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। গভীর রাতে বাজারে আগুন লাগার খবর পেয়ে তারা তড়িঘড়ি ছুটে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি দমকল কেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই দোকানগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরিবারের ভরণপোষণ কীভাবে চলবে, তা নিয়ে এখন গভীর দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তাঁদের।

ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, সরকারি সাহায্য ছাড়া ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব। আজ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসেন ধূপগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র রায়, জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান মণীন্দ্রনাথ রায়।

বর্তমান নির্বাচনী পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রশাসনিকভাবে কতটা সাহায্য করা সম্ভব, তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী।

বাগদার পর গাইঘাটা, ভোটার তালিকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে মতুয়াদের

নয়া জামানা,গাইঘাটা ঃ বাগদার পর এবার গাইঘাটা। শুক্রবার গভীর রাতে দ্বিতীয় অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মতুয়া মহলে! দেখা গেল, গাইঘাটার চাঁদপাড়ার ১৭৩ নম্বর বুথ এলাকার ১৮৬ জনের মধ্যে বৈধ ভোটার মাত্র তিন! বাকি ১৮৩ জনের নামই বাদ পড়ে গিয়েছে। এমন তালিকা থেকে স্বভাবতই ব্যাপক ক্ষুব্ধ মতুয়ারা। বড়সড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য কমিশন গঠিত ট্রাইব্যুনালে কীভাবে আবেদন করবেন, সে বিষয়েও ওয়াকিবহাল নন তাঁরা। সবমিলিয়ে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় সময় কাটছে।চাঁদপাড়ার ১৭৩ নম্বর বুথে এই ব্যাপক নাম বাদ পড়ার ঘটনায় আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। বহু বাসিন্দার দাবি, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভোট দিয়ে আসা সত্ত্বেও হঠাৎ করে তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। স্থানীয় দেবপ্রসাদ বালা জানান, তাঁদের পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আসছে, তবুও এবার তালিকায় নাম নেই। একইভাবে

বৃদ্ধা লক্ষ্মীরানি সিংহ লস্কর বলেন, প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরও তাঁর নাম বাদ পড়ায় তিনি বিস্মিত ও হতাশ। নিরঞ্জন শীলের কথায়, পুরো পরিবারের নাম বাদ পড়ায় তাঁরা ভবিষ্যৎ নিয়ে দিশেহারা।

এদিকে এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই মনে করিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর আশ্বাস দিয়েছিলেন যে কোনও হিন্দু মতুয়া উদ্বাস্তুদের নাম বাদ যাবে না। সেই আশ্বাসের পরও বাস্তবে ভিন্ন চিত্র দেখা যাওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের ট্রাইব্যুনালে কীভাবে আবেদন করতে হয়, তা নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও তীব্র হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বিশ্বজিৎ দাস বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন। অন্যদিকে বিজেপির বিকাশ ঘোষ পাল্টা তৃণমূলের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলছে।এর আগে বাগদার পুরাতন হেলেঞ্চা এলাকায় ৪৩ জন বিচারাধীনের মধ্যে ৪২ জনের নাম বাদ দিয়েছিল। ফলে বনগাঁ মহকুমা জুড়েই মতুয়াদের ক্ষোভ তীব্র হচ্ছে। তাদের বক্তব্য, বিধানসভা ভোটে এর জবাব দিয়ে বিজেপিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবে।

পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে জনসংযোগ কর্মসূচি বিজেপি-তৃণমূলের

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ প্রচারে সরগরম শহর কলকাতা। এখন প্রচারের শুরুর দিকে, প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি জনসংযোগেই বেশি মন দিচ্ছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, কিংবা মধ্য কলকাতা, তৃণমূল থেকে বাম অথবা বিজেপি, এই কাজে খামতি রাখতে চান না কোনো প্রার্থীই। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই শহর জুড়ে প্রচারের গতি বাড়ছে। বড় মঞ্চের সভা এখনো পুরোপুরি শুরু না হলেও, জনসংযোগেই জোর দিচ্ছেন প্রার্থীরা। পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, স্থানীয় সমস্যা শোনা এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়াই এখন মূল কৌশল। এই পর্যায়ে প্রতিটি দলই চায় মানুষের কাছে পৌঁছে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে। শহরের একাধিক কেন্দ্রে একই ছবি দেখা যায়। তৃণমূল, বিজেপি ও বাম;তিন শিবিরের প্রার্থীরাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে প্রচার চালান। কোথাও পদযাত্রা, কোথাও মিছিল, আবার কোথাও ছোট ছোট বৈঠকের মাধ্যমে ভোটারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত জায়গাগুলিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে শনিবার চেতলা এলাকায় প্রচার করেন ফিরহাদ হাকিম। সকালে রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার গোবিন্দপুর এলাকায় প্রচার সারেন। জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝা কলেজ স্ট্রিটের পিছন দিক থেকে প্রচারে বের হন।

জোড়াসাঁকো কেন্দ্রেরই সিপিএম প্রার্থী ভরত রাম তিওয়ারি কলেজ স্কোয়ার থেকে বেকারি বিরোধী মিছিলে পা মেলান। মিছিলে যোগ দেন অভিনেতা বাদশা মৈত্র, প্রবীণ সিপিএম নেতা রবীন দেব প্রমুখ।

মিছিলের হাঁটতে হাঁটতেই জনসংযোগও করেন তিনি।রাসবিহারী কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত দু'বেলাই প্রচারে ছিলেন। সকালে মনোহরপুকুর রোড ও বিকেলে ৮১ নম্বর ওয়ার্ডে। বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী নিহার ভক্ত সখের বাজার থেকে ১৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিলে হাঁটেন। কসবার সিপিএম প্রার্থী দীপু দাস বিকেলে দিলীপ স্মৃতি ক্লাব থেকে জনসংযোগে বের হন। ভবানীপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী শ্রীজীব বিশ্বাস সকালে বকুলবাগান ও বিকেলে ৭১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার চালান। আবার বালিগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী আফরিন বেগম এদিন ভোরবেলা থেকেই প্রচারে নেমে পড়েন। পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রাতঃভ্রমণকারীদের সঙ্গে আলাপ করেন।

সন্ধ্যায় তিনি হাজরা রোড থেকে মিছিল করেন। যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শর্বরী মুখোপাধ্যায় এদিন বিকালে হালতুর রামলাল বাজার এলাকায় প্রচার করেন। টালিগঞ্জ কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী পার্থপ্রতিম বিশ্বাস এদিন রাতে রানিকুঠী চত্বরে প্রচার সারেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 29-03-2026 14:11 Page 5

‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’

কেমন আছে কোপাইয়ের সেই বাঁক ?

হাঁসুলী বাঁকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে কেউ শিষ দিচ্ছে, দেবতা কি রক্ষ কি যক্ষ বোঝা যাচ্ছে না, সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাহাররা।এভাবেই শুরু হয়েছিল তারাশংকরের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ (১৯৪৬)। এক অদ্ভুত নদীর বাঁক, উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ৭৫ বছর পার করা বিস্ময় চরিত্র, যা প্রকৃতির ভাঙা-গড়ার বহুস্তরীয় খেলাতেও অটুট। কথাটা বললাম বটে, কিন্তু বহুস্তরীয় প্রাকৃতিক ক্রীড়াজগতেও মূল চালিকা শক্তি যেহেতু সভ্যতা, তাই যে হাঁসুলী বাঁকের চিত্র ও চরিত্রদের ছবি তারাশংকর এঁকেছিলেন, তার অধিকাংশই আজ কালের গর্ভে। ফলে রাতের ঘন জঙ্গলে যে শিষের আওয়াজে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে কাহাররা, সে যে নিতান্তই একটা চন্দ্রবোড়া, তাকে আগুনে ঝলসিয়ে বীরত্ব দেখিয়ে কাহারকুলে বাড়তি সম্ভ্রম আদায় করে নেওয়া করালীর অ্যাডভেঞ্চার সেলফি লাঞ্ছিত সভ্যতা অনুমোদন দেয় না। ফলে হাঁসুলীর চর জেগে থাকলেও একটা জনজাতি, তার জীবনকাহিনি হারিয়ে যায় বরাবরের মতো।হাঁসুলীতে গিয়ে দেখেছিলাম, ইটভাটার দৌরাত্ম্য। বড়ো বড়ো মাটি কাটার ট্রাক্টর ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে যাচ্ছে। রুপো কিম্বা সোনার হাঁসুলী ভাঙছে প্রতিনিয়ত। কাহাররা নিশ্চিহ্ন, লাগোয়া ছোটো রেলের কাটোয়া-আমোদপুর লাইন ইতিহাসের পাতায় নাম তুলে নিয়েছে। তবে হাঁসুলীর বাঁক টিকে রয়েছে এখনও। স্বমহিমায় ।শান্তিনিকেতনে বন্ধু কৌশিকের মোপেডে চড়ে গিয়েছিলাম লাভপু। বোলপুর থেকে লাভপুর সাকুল্যে ২৪ কিমি পথ। প্রান্তিক রেলস্টেশন পেরিয়ে বেশ কিছুটা যেতেই কোপাইয়ের পাড় ঘেঁষে কংকালীতলা। মন্দিরে প্রবেশের গলি বাঁ দিকে রেখে রাস্তা চলে গিয়েছে সোজা। ভোর ভোর বেরিয়েছিলাম, ফলে মে মাসের রাঢ়বাংলা তত তেতে ওঠেনি। রাস্তার দু-ধারে চোখে পড়ছে বড়ো বড়ো জলাশয়। আর তাকে ঘিরে থাকা আদিবাসী গ্রামে লাল কৃষ্ণচুড়া ভোরের নীলাভ আকাশে আলপনা এঁকে রেখেছে। আড়মোড়া ভেঙে গলা তুলে ওস্তাদি চলনে হাঁকডাকে ব্যস্ত মোরগ। মায়ের সতর্ক নজরদারিতে ছাগশিশুদের একটা দল তাপ-উত্তাপহীন রাস্তা জুড়ে দুলকিচালে হাঁটছে। রাস্তা মোটের ওপর মসৃণ। কেবল লাভপুর পৌঁছানোর কিমি দুয়েক আগের অংশ কিছুটা খারাপ। বিপ্রটিকুরি, ইন্দাস প্রভৃতি গঞ্জ এলাকা ছাড়ালাম। লাভপুর কলেজের গা ধরে একটু এগোতেই ধানখেত। বট-অশ্বত্থ আর ছেঁড়া ছেঁড়া জঙ্গলের মিলিজুলি সংসার। দু'টো প্রাথমিক স্কুলও চোখে পড়ল। রাস্তা মাটির, তবে ধুলোর চাদরে ঢাকা। ট্রাক্টরের আগ্রাসনে অন্তত তিন ইঞ্চি পুরু ধুলোর পথ পেরিয়ে বাইক ছুটল। প্রায় সাড়ে তিন কিমি যাওয়ার পর দেখলাম, রাস্তা একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ঘুরে গিয়েছে। বাইকও সেই পথ ধরে ঘুরতে লাগল। রাস্তার গা ঘেঁষে কোপাই নদী বয়ে চলেছে। এই সেই অদ্ভুত বাঁক, একেবারে ফাঁসের দড়ির মতো নদী বেঁকেছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাস্তাও মোড় নিয়েছে। সত্যিই বড়ো বিচিত্র বাঁক। উপন্যাসে তারাশংকর যেমন বর্ণনা দিয়েছিলেন তেমনই। কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মতো। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি গোলা জলভরা নদীর বাঁকটাকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে, তখন মনে হয় রুপোর হাঁসুলী। এই জন্যই বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক। এই হাঁসুলীর চরেই বাঁশবনে ঠাসা বাঁশবাদী গ্রামদ। একটু দূরে কোপাই-বক্রেশ্বর নদীর মিলনস্থল। দুই নদী মিলে সেখানে তৈরি হয়েছে নতুন নদী, কুয়ো। তিরতিরে স্রোত। নিঃসঙ্গ ঠাঠা পোড়া দুপুরে গ্রামের কিছু ছেলে সেখানে জল খেলছে। আর চোখে পড়ল ইট ভাটা। ইট তৈরির কাঁচামাল হিসেবে কাটা হচ্ছে নদীর পাড়। বুঝলাম, পাড় কাটা বন্ধ না হলে প্রকৃতির এই বিস্ময়কর সৃষ্টির লয় অবশ্যম্ভাবী।আমি বলি কী, যারা শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যান তারা একদিনের জন্য লাভপুরও ঘুরে আসুন। সেখানে হাঁসুলী বাঁক ছাড়া অবশ্যই দেখবেন, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। খুব পরিচ্ছন্ন যত্নে বাড়িটি সাজিয়ে রেখেছেন সাহিত্যিকের পরবর্তী প্রজন্ম। তারাশংকরের ধাত্রীগৃহ, তাঁর ব্যবহৃত চশমা, কলম, চিঠির দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ রয়েছে সেখানে। সেই চিঠির একটিতে লেখা, ততাকে গিয়ে বল, আমার নাম করে বল, দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আর জমিদারি নেই। মানুষই এখন শেষ কথা বলবে।শান্তিনিকেতন-লাভপুর। একদিকে খোয়াই-কোপাই অন্যদিকে কোপাই-কুয়ে-বক্রেশ্বর। একদিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে তারাশংকর। প্রকৃতি-সাহিত্যের এমন মেলবন্ধন রাজ্যে তো বটেই গোটা দেশেই দুর্লভ। সুতরাং দেরি না করে চটজলদি একটা সাহিত্য-সার্কিট ভ্রমণের মকশো করে ফেলুন।

তারপর বেরিয়ে পড়তে আর কতক্ষণ। পাশাপাশি আমাদের এ-ও ভুলে গেলে চলবে না, এবছর ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের ৭৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। সাড়াজাগানো বিস্ময়কর সেই উপন্যাস বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের সম্পদ। লাভপুরে গেলে হাঁসুলীর বিস্তৃত সেই পথের বর্ণনা ভেসে উঠবে আপনার চোখের সামনে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।